দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়স্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৬ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ বুধবার

এগজিবিশন দ্যাখো, খোলা আছে রোজ। দুই ফ্লোর জুড়ে কত ট্রেজারের খোঁজ।।

ছবি-ভাবনা

সাত দিন মন খুলে চোখ ভরে দেখার সুযোগ

নির্মল ধর

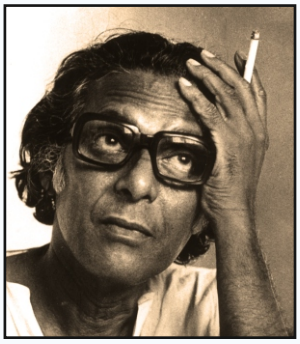

গত কয়েক বছর ধরে এই কলকাতা শহরে মুক্তি-পাওয়া বাংলা ছবির সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু এর মধ্যে কটি ছবি শিশু-কিশোরদের নিয়ে বা ভেবে তৈরি? বাংলা ছবির বাণিজ্যমনস্ক নির্মাতারা সাধারণভাবে মনে করেন 'ছোটোদের জন্য' ছবির তেমন 'বাজার' নেই! কথাটা কি ঠিক? সংখ্যাগুরু দর্শকের কথা ভেবে তৈরি তথাকথিত 'বড়োদের ছবি'র আশি-পঁচাশি শতাংশ দর্শক আনুকূল্য পায় না। বাকি কুড়িটি ছবির মধ্যে পাঁচটি হিট করে। বাকি পনেরোটি কোনওরকমে লগ্নীকৃত অর্থ ঘরে তোলে, তাও ওটিটি-তে স্ট্রিমিং করে।

ছোটোদের দিয়ে এবং নিয়ে ছবি বানানোর জন্য ওদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার যোগ্য মন ও ভাবনা খুব দরকারি। শিশুমন ও মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাদের খুশি করার মতো ছবি বানানোর কাজটি বেশ কঠিন। সেদিকেও মন দেওয়া দরকার। আগে কেউ কেউ ভেবেছেন। মনে পড়বে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের নাম। তার পাশাপাশি সত্যেন বসু, কমল গাঙ্গুলি, অগ্রদূত-এর মতো অনেকে ছিলেন। এই রকম এক ঝাঁক মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ছোটোদের কথা ভেবে। একটা সময়ে বাংলায় 'সফেদ হাথি', 'দামু', 'ফটিকচাঁদ', 'পদীপিসির বর্মি বাক্স' ছবিগুলো তৈরি হয়েছে এবং এগুলো প্রতিটিই বাণিজ্যসফল! তাই কলকাতার ফিল্ম নির্মাতারা এই ধরনের ছবি করবার কথা ভাবতে পারেন, ছোটোদের বিনোদন নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

অথচ বিশ্বচলচ্চিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই, গ্রিস, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ডের মতো ছোটো ছোটো দেশও তাদের খুদে নাগরিকদের জন্য বছরে অন্তত ছোটো-বড়ো মিলিয়ে কার্টুন, অ্যানিমেশন এবং বড়ো দৈর্ঘ্যের ছবি বানায় নিয়মিত। সরকারি সংস্থা যেমন আছে ওসব দেশে, তেমনই ফিল্ম ব্যবসায়ীরাও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নেন।

আমাদের দেশে এই ধরনের প্রচেষ্টা আরও বেশি প্রয়োজন। একসময় ছিল চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি, যা তৈরি হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায়, সেই সংস্থা এখন এনএফডিসি-র অধীন। মারাঠি বা হিন্দিতে বছরে যে দু-চারটি ছবি হচ্ছে, তা আরও হলে ভালো। এই বাংলাতেও তা-ই। আনন্দের বিষয়, ২০২৫ সালে সৌকর্য ঘোষাল এবং সৌরভ পালোধি 'পক্ষীরাজের ডিম' ও 'অঙ্ক কি কঠিন' নামের দুটো ছবি করেছিল! এটা বড়ো পাওনা!

এই প্রেক্ষাপটে বড়ো আশা ও স্বপ্ন রাজ্য সরকারের আয়োজনে এই বাৎসরিক কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে। এখানেই বছরে সাতটা দিন তারা মন খুলে চোখ ভরে দেখার সুযোগ পায় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খুঁজে ও জোগাড়-করে-আনা শ-খানেকেরও বেশি ছবি, যার মধ্যে আছে রূপকথা, লোককাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার, খুদে গোয়েন্দা, কার্টুন, অ্যানিমেশনের রঙিন চোখ ও মন ভোলানোর বাহারি ছবির ভোজ। এটাই এখন কলকাতার খুদে দর্শকের কাছে বাৎসরিক এক চড়ুইভাতি।

তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র

কল্পনা আর তথ্যের চমৎকার মিশেল

অভীক মজুমদার

তথ্যচিত্র নামেই বোঝা যায় যে, এখানে জোর পড়েছে তথ্যের ওপর। কোনও একটি বিষয়কে নির্ভর করে, সেই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত উপাদান ব্যবহার করে, দৃশ্যে দৃশ্যে ফুটিয়ে তোলা হয় তথ্যচিত্র। ভাবনা আর তথ্য সেখানে মুখ্য। কল্পনা আর কাহিনি সেখানে গৌণ। সাম্প্রতিককালে ডকু-ফিচার নামে এক রূপাবয়ব তৈরি করা হয়, সেখানে কল্পনা আর তথ্যের চমৎকার মিশেল লক্ষ করা যায়। শিশু চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ডকু-ফিচার ধরনের ছবির জনপ্রিয়তা বেশি। এই ধরনের ছবি বানানোর জন্য বিশেষ মুনশিয়ানা থাকা প্রয়োজন। তথ্য আর কল্পনার দুর্দান্ত রসায়ন সেখানে খুব যত্নের সঙ্গে নির্মাণ করতে হয়। তার সঙ্গে শিশুদের মন ভোলানোর বিভিন্ন রংবরঙের অনুভবও জুড়ে দিতে হয়। মানবিকতার শিক্ষাও চলে তার হাত ধরাধরি করে।

২০২৬ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবের যে তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের সম্ভার, তার দিকে তাকালে সহজেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। সেইসব ছবি নির্মাতা আবার জড়ো হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। ভারত, কাজাখস্তান, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ড থেকে গ্রিস—বহুবর্ণময় ছবিগুলি নানা ভূগোল-ইতিহাস আর সংস্কৃতির দর্শন। তাদের সবাইকে একত্রিত করেছে শিশুভুবন আর মানবিকতা। সেখানে তথ্য যেমন শেখার মতো, এই জীবন, প্রকৃতি আর নিজস্ব অনুভবের প্রকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ছবিতে মরণোত্তর চক্ষুদানের প্রসঙ্গ, কোথাও শিশুর মায়াবী ছবি আঁকার দারুণ ঘটনা, কোথাও অভিযানের উত্তেজনা, কোথাও অ্যানিমেশনের ব্যবহারে শিহরন-জাগানো কাজকারবার—মুগ্ধ হয়ে এদের না দেখে উপায় আছে? সমাজসংস্কারের নানা কথাও আছে পরতে পরতে। তবে সমানুভূতি, সহানুভূতি আর বিশ্বচেতনায় ভরা এই ডালি শিশুদের জগৎকে সমৃদ্ধ করবে।

ছোটো ছবি, উৎসাহ বড়ো

পূজা রায়চৌধুরী

এবারের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে ছোটো ছবির সম্ভার। দেশ-বিদেশের একাধিক ছোটো ছবি, সেটা ফিকশন হোক বা তথ্যচিত্র, দর্শকরা দেখেছেন ভিড় করে। হল ভরিয়ে মানুষ দেখেছেন সেইসব ছবি। এমনকি ছোটোদেরও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সব থেকে আশার বিষয় হল, বাচ্চারা শুধু যে ছবি দেখেছে তা-ই নয়, তারা বিভিন্ন প্রশ্নে জেরবার করছে অভিভাবকদের। অনেক সময়ে ছবি শুরুর আগে যখন ছবির উপস্থাপনার জন্য পরিচালকদের দেখা পেয়েছে, তাদের নানা প্রশ্ন তাদের কাছেও।

একদিনে নয়, পরপর দু-দিনে ভাগ করে দেখানো হল ছোটো ছবি। একদিন

বাংলা ভাষায় তৈরি করা ছবিগুলো দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে ছিল যুবাসনা কাপাস পরিচালিত 'এইটুকু', দেবযানী লাহা ঘোষ পরিচালিত 'দুগ্গা দুগ্গা', সম্রাট বাগচি পরিচালিত 'ফ্রেন্ডস' আর অধিরাজ সেন পরিচালিত 'কুট্টুস দ্য মিরাক্‌ল বয়'। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন চারজন পরিচালকই। প্রত্যেকের কথাতেই উঠে এসেছে যে, তাঁরা চান ছোটো পরিসরে আরও অনেক গল্প বলতে। ওঁরা সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে বা বন্ধুরা একত্রিত হয়ে নিজেদের খরচে বানিয়েছেন ছবি।

আরেকদিন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছোটো ছবি দেখানো হয়। চারটি ভারতীয় ছবি ছাড়াও দেখানো হয় উজবেকিস্তান, বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, ডেনমার্ক আর মরক্কোর ছবি। ভারতীয় ছবির মধ্যে লিটন পাল পরিচালিত 'নিংমা থ্রু হার আইজ', রাজদীপ পাল এবং শর্মিষ্ঠা মাইতি পরিচালিত 'মালাই', অরিজিৎ হালদার জন পরিচালিত 'রওশনি এক কহানি' এবং সুদীপ সোনি পরিচালিত 'জগ্গু অউর মাগাহারি'। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সুদীপ ও অরিজিৎ। তাঁরাও ছোটোদের সব চমৎকার প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন। বোঝালেন বড়ো ছবির পাশাপাশি ছোটো ছবি কেন আরও বেশি হওয়া দরকার। ছবি ছোটো হলে কী হবে, সে অনেক বড়ো বার্তা দেয়।

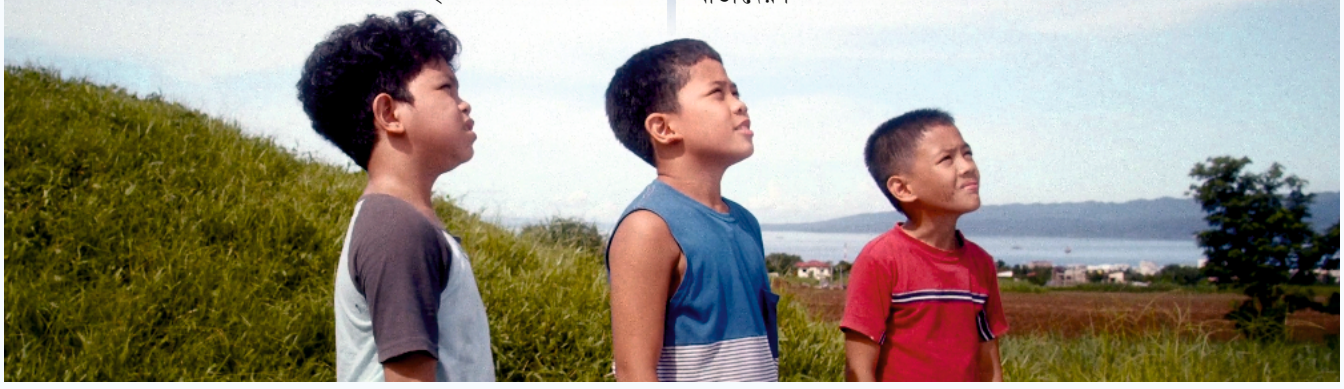

‘ছোটোদের সঙ্গে কাজের মজাই আলাদা’

শতরূপা সান্যাল, পরিচালক

এটা খুব আনন্দের ব্যাপার যে, আমার নিজের শহরে ছোটোদের জন্য এত সুন্দর একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয় এবং তার বয়স এবার বারো হল। বহু মানুষ এই উৎসবে ছবি দেখতে আসেন কচিকাঁচাদের সঙ্গে নিয়ে। সেখানে আমার তৈরি করা সিনেমাটিও (আইকম বাইকম) যে দেখানো হচ্ছে, সেটা আমার কাছে একটা দারুণ অনুভূতি। ‘আইকম বাইকম’ ছবির শুটিং-এর অভিজ্ঞতা বেশ সুন্দর আর অন্যরকম। যেহেতু আমার গল্পটি একদম ছোটোদের নিয়েই, তাই এটি আমি একটি পাহাড়ি অঞ্চলের পটভূমিতে রাখতে চেয়েছিলাম। শিশু অভিনেতা ও ইউনিট নিয়ে চলে গিয়েছিলাম কালিম্পং পেরিয়ে একটি জায়গায়।

এটি আসলে একটি রূপকথার গল্প। ছোটোরা সাধারণত একটা বিষয় কল্পনা করে নেয়। এখানে তাদের কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটি সেতু আছে, সেইটি হল মানুষের ভালো হওয়া আর এই নিয়েই আমার ‘আইকম বাইকম’-এর গল্প।

ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, তাদের কোনওরকম ইনহিবিশন থাকে না। বড়োরা যে সমস্ত বিষয়ে ভাবে, ছোটোদের সেইসব জিনিস নিয়ে মোটেই ভাবনা থাকে না। আমার মনে হয়েছে, বাচ্চারা বাস্তবে যেমন, তেমনভাবেই আমার ছবিতে ওরা নিজেদের তুলে ধরেছে। আর কাজ করতে গিয়ে একবার ওদের গল্পটা বলে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে আর কোনও অসুবিধাই হয় না। যেমন, আমার গল্পে এমন একটি মেয়েকে দেখানো হয়েছে, যে ভারী দুঃখী। কিন্তু আদতে সে খুবই হাসিখুশি বাচ্চা। কিন্তু ছবিতে দুঃখী মেয়ে হয়ে উঠতে তার কোনও সমস্যাই হয়নি। এমনকি ওরা অনেক সময় নিজেদের মতো খুব সুন্দর ইম্প্রোভাইজও করেছে। সেটা কখনও কোনও দৃশ্যের আগের প্র্যাকটিসের সময় বা কোনও সংলাপ বলার ধরনে। এইসব কারণেই আমার ছোটোদের সঙ্গে কাজ করতে খুব মজার লেগেছে।

দর্শকদের বলব, আমার অন্যসব সিনেমাই বড়োদের জন্য, ও প্রত্যেকটিই খুব সিরিয়াস কাজ। তবে এই ছবিটি একেবারেই আনলাইক শতরূপা সান্যাল। আমার এই ছবিটি একদম খুদেদের জন্যই বানানো। এখানে একেবারেই হালকা চালে শিশুদের জন্য একটি ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রকৃতির কথা, বোঝানো হয়েছে পৃথিবীটা শুধু মানুষের নয়, অন্যদেরও এখানে থাকার অধিকার আছে, আর সেটা শিশুদেরও ছোটোবেলা থেকেই শেখা উচিত। এই ছবি মজার নিশ্চয়, কিন্তু আমি চাইছি, আনন্দের মধ্যে দিয়েই শিশুরা সব কিছু শিখুক, সব কিছু জানুক। আমি চাই, বাবা-মা সবাইকে নিয়ে ছোটোরা এই ছবি দেখুক।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন শুভদীপ দত্ত

‘রামধনু’: বিশেষ প্রদর্শন

এ শুধু ছোটোদের ছবি নয়, তাদের অভিভাবকদেরও ছবি: শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নন্দন-১-এ গতকাল ছিল ‘রামধনু’ ছবির বিশেষ প্রদর্শন। ছবির এই বিশেষ প্রদর্শনের উপস্থাপনার জন্য উপস্থিত ছিলেন ছবির অন্যতম পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই ছবি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিল প্রচুর খুদে আর তাদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও। এই ছবি তো শুধু ছোটোদের কাহিনি নয়, তাদের ইস্কুলে ভরতি হওয়ার সময় তাদের অভিভাবকদের অভিজ্ঞতার গল্পও। সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন ছবির চিত্রপরিচালক। বললেন, ‘যাঁরা এর মধ্যে তাঁদের ছোটোদের স্কুলে ভরতি করেছেন, তাঁরা একভাবে দেখবেন ছবিটিকে। আর যাঁরা এরপরে ভরতি করবেন তাঁদের ছোটোদের, তাঁদের অভিজ্ঞতা হবে আর-একরকম।’ শিবপ্রসাদ নিজে এবং এই ছবির অন্য পরিচালক নন্দিতা রায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর শিশু কিশোর আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে। তিনি ছবির উপস্থাপনার পূর্বমুহূর্তে জানান ছবির নেপথ্যের একটি বিশেষ ঘটনা। প্রথমত, এই ছবির মুখ্য দুই চরিত্র ছাড়া বাকি অংশগ্রহণকারী খুদে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাবা-মা ছিলেন সেই খুদেদেরই বাবা-মা। তার ফলেই তারা নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছে। অন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি জানালেন, এই ছবিটির কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে একটি মালয়লম ছবি তৈরি হয়। পরিচলককে আকাদেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানান আকাদেমির মাননীয় সদস্য শুভেন্দু দাশমুন্সী।

মজাদার মুখোশ

মুখোশ মানেই একটা বেশ রহস্যময় ব্যাপার। মুখোশের আড়ালে কে আছে, কেউ কি জানে? হয়তো দেখা হয়ে গেল ক্যাপটেন হ্যাডক, টিনটিন কিংবা ফেলুদার সঙ্গে। দেখা গেল, মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট বার্বি বা শ্রেক কিংবা খোদ পিটার পার্কার স্পাইডারম্যানের ছদ্মবেশে। মুখোশ সরিয়ে দেখতে যেয়ো না যেন। তার বদলে নিজেই একটা মুখোশ পরে সবাইকে চমকে দাও। চাইলেই কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে রংবেরঙের রকমারি মুখোশ উৎসবের মাঠে, উৎসবের স্টলে। সংগ্রহ করে নাও তাড়াতাড়ি!!

হ্যারি পটারের দুনিয়া

জেবা মুন্সি

ছোটোদের পৃথিবীটা বড়োদের মতো সাধারণ নয়। সেখানে আছে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন আর কল্পনা। সেইসব কল্পনায় থাকে রূপকথার দুনিয়ার চরিত্ররা। তাদের সঙ্গে ছোটোদের পরিচয় হয় কখনও দিদা-ঠাকুমার মুখে শোনা গল্পে, কখনও আবার গল্পের বই পড়ে। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে' কিংবা বিদেশে 'গ্রিমভাইদের রূপকথা'—এসবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেকদিনের। কিন্তু ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত জে কে রাউলিং-এর বই 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলসফার'স স্টোন' রূপকথার দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছিল। রাজা-রানি, রাক্ষস-খোক্কসের বাইরে একেবারে এক অন্যরকম রূপকথার জগৎ, এক জাদুর জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পাঠকদের।

হ্যারি পটারের দুনিয়াটা আমাদের থেকে একদম আলাদা। তার বন্ধুদের নিয়ে সে থাকে হগওয়ার্টস নামের এক স্কুলে, যেখানে শেখানো হয় নানারকম জাদুর কলাকৌশল। হ্যারি এবং তার বন্ধুরা—রন উইজলি, হারমায়নি গ্রেঞ্জার একসঙ্গে থেকে যেমন পড়াশোনা করে, তেমনই হ্যারির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে। তাদের আশপাশে আছে কিছু ম্যাজিক জানা-না-জানা বিশেষ ধরনের লোকজন, যেমন মাগ্‌ল, হাফ-ব্লাড প্রভৃতি। হগওয়ার্টস স্কুলে আছেন জাদুবিদ্যার বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা, যেমন অ্যালবাস ডাম্বলডোর, সেভেরাস স্নেপ, ফ্লিটউইক, ম্যাকগোনাগল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হ্যারি। একদল তার ক্ষতি করতে চায় আর একদল তাকে রক্ষা করে। আর এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই জমে ওঠে অ্যাডভেঞ্চার।

হ্যারি পটার সিরিজে মোট সাতটি উপন্যাস লিখেছেন জে কে রাউলিং। ছোটোদের মধ্যে হ্যারির অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণেই একাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, যেখানে থিম ছিল ফ্যান্টাসি, সেখানে দেখানো হয়েছিল হ্যারি পটার সিরিজের সব ক-টি ছবি। এ বছরও কিন্তু হ্যারি বাদ নেই। হ্যারি পটারের বেশ কিছু ছবি এবারও দেখতে পাবে আমাদের খুদে দর্শকরা। আসলে রাউলিং-এ মজে থাকে সব ছোটোই। তাই হ্যারিকে বাদ দিয়ে ছোটোদের চলচ্চিত্র উৎসব তো এককথায় অসম্পূর্ণ।

সাই পরাঞ্জপে: রূপকথার জাদুকর

রৌনক রায়

তোমাদের কল্পনা কি পারে বাস্তবের ছবি বদলে দিতে? মাত্র আট বছর বয়সে যাঁর প্রথম বই 'মুলানসা মেওয়া' প্রকাশিত হয়, তাঁর জীবনটা ঠিক যেন এক রূপকথা! মারাঠি নাটকের বড়ো বড়ো দিক্‌পালের পাশাপাশি, সাই পরাঞ্জপে নিজের এক আলাদা জগৎ তৈরি করেছেন। তবে তাঁর মনের অনেকটা জুড়েই থাকে শিশুদের পৃথিবী। 'চিলড্রেন'স ফিল্‌ম সোসাইটি, ইন্ডিয়ার দুবারের প্রধান এই মানুষটির সিনেমা মানেই সহজ জীবন আর বিস্ময়ের এক দারুণ গল্প।

'জাদু কা শঙ্খ' (১৯৭৪) সিনেমার গল্প দুই ভাইবোন শ্যাম আর সোনির। তারা এক সাধুবাবাকে খাবার দিয়ে উপহার পায় এক আশ্চর্য শাঁখ। সেই শাঁখের জাদুকরি ক্ষমতা রাজাকে বিপদ থেকে বাঁচায়। কৃতজ্ঞ রাজা তাদের সব স্বপ্ন সত্যি করে দেন। আবার 'ভাগো ভূত' (২০০০) সিনেমায় ছোট্ট নানু বন্ধুদের নিয়ে এক রহস্যময় জঙ্গলে ভূত খুঁজতে যায়। বন্ধুরা পালালেও সাহসী নানু সেখানে দেখা পায় এক অদ্ভুত মানুষের। ভয়ের মোড়কে এই গল্প এক চমৎকার সত্যি কথা শেখায়। নিজের আত্মজীবনী 'সায়া' থেকে বড়ো পর্দার সব মণিমাণিক্য; সাই পরাঞ্জপে হলেন সারল্য আর গভীরতার একজন গল্পকার।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।